জি-জিংক

(জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউ এস পি)

উপাদান :

টেবলেট : প্রতি টেবলেটে রয়েছে : জিংক ২০ মিঃগ্রাঃ, জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি হিসেবে।

সিরাপ : প্রতি ৫ মিঃলিঃ সিরাপে আছে : জিংক ১০ মিঃগ্রাঃ, জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি হিসেবে।

বর্ণনা :

জিংক শরীরের পুষ্টি ও এনজাইমেটিক সিস্টেমের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি ক্ষুদ্র উপাদান। জিংক স্বল্পতা হয়ে থাকে সাধারণতঃ অপর্যাপ্ত খাবার, পুষ্টিহীনতায়। তাছাড়া ট্রমা, পোড়া, প্রোটিন লস এবং ডায়রিয়ায় শিশুদের প্রচুর পরিমাণ জিংক বের হয়ে গেলে, তখন শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন : চামড়ায় অনুভূতিহীনতা, টাক পরা, ঘন ঘন রোগে সংক্রমিত হওয়া, স্মৃতিভ্রম, শিশুদের উদ্দীপনা নাশ ইত্যাদি। এছাড়াও জিংকের অভাবে মুখে স্বাদ, গন্ধ কমে যাওয়া এবং ক্ষত সারতে বিলম্ব হতে পারে।

ফার্মাকোকাইনেটিকস্ :

জিংক অসম্পূর্ণ ভাবে পরিপাকতন্ত্রে বিশোষিত হয়। ইহার বায়োপ্রাপ্তি আনুমানিক ২০-৩০%। বিশোষিত হওয়ার পর জিংক শরীরের বিভিন্ন অংশে চলে যায় – যথা : মাংসপেশী, হাড়, চামড়া, চুল, চোখ, প্রজনন অঙ্গ এবং প্রস্টেটিক তরল পদার্থে। ইহা মূলতঃ মলের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায় এবং সামান্য পরিমাণে প্রস্রাব ও ঘামের সাথে বের হয়।

ব্যবহার :

জিংকের অভাব জনিত উপসর্গে রোগীকে অবিরামভাবে জিংক সেবন করতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত অবস্থার উন্নতি হয় এবং সাথে সাথে পর্যাপ্ত জিংকযুক্ত খাবার খেয়ে এই স্বল্পতা দূর করতে হবে। জিংকের অভাবে শিশুদের শারীরিক গঠন বৃদ্ধি ব্যহত হয়, তাই নিম্নে বর্ণিত উপসর্গে জিংক ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় – যথা : শারীরিক গঠন বৃদ্ধি, ইমিউনোলজিকেল অক্ষমতা, শুক্রাণু বৃদ্ধিজনিত ত্রুটি, জন্ম সৃষ্টিতে ত্রুটি, রক্তশূন্যতা, রাত কানা, মানসিক বিভ্রম, ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস, অন্ত্রে সংক্রমণ, ক্ষত শুকাতে, ক্ষুধামন্দা, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি।

সেবন বিধি ও মাত্রা :

শিশু : ১০ কেজির নীচে : ১ চামচ সিরাপ দিনে ২ বার খাবারের পর।
১০-৩০ কেজি : ২ চামচ সিরাপ বা ১টি টেবলেট দিনে ১-৩ বার খাবারের পর।

বয়স্ক ও ৩০ কেজির উর্ধ্বে : ৪ চামচ সিরাপ বা ২টি টেবলেট দিনে ১-৩ বার খাবারের পর।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

এই ওষুধ খুবই সুসহনীয়। তারপরও মাঝে মাঝে মৃদু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যেমন : তলপেট ব্যথা, বদহজম, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, বমিভাব, পেটে পীড়া, পেটে অস্বস্তি, উপদাহ, মাথাব্যথা, অবসাদ ইত্যাদি।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া :

জিংকের প্রতি অতি সংবেদনশীল ব্যক্তির এই ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। তাছাড়া যাদের তলপেটে ব্যথা, পাকাস্ত্রে গোলযোগ আছে তাদেরও।

সতর্কতা :

জিংকের দীর্ঘ সময় ব্যবহারে কপার স্বল্পতা দেখা দেয় এবং এইসব ক্ষেত্রে জিংক ব্যবহার বন্ধে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ দানকারী :

গর্ভাবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহারের উপর তেমন কোন উপাত্ত নেই। তবে ব্যবহার না করার তেমন কোন কারণ নেই। এই ওষুধ প্লাসেন্টা ও মাতৃদুগ্ধে অতিক্রম করতে পারে।

মিথস্ক্রিয়া :

পেনিসিলামিন বা টেট্রাসাইক্লিন এর সাথে একযোগে জিংক সেবন করলে, এদের প্রত্যেকের বিশোষণ ক্ষমতা কমে যাবে। তাই জিংকের সাথে ৩ ঘণ্টা ব্যবধানে উপরে লিখিত ওষুধগুলি সেবন করা যাবে। তাছাড়া আয়রন ও কুইনোলোন এর সাথে একযোগে জিংক ব্যবহারে উভয়েরই বিশোষণ ক্ষমতা কমে যাবে। শরীরে অতিরিক্ত জিংক জমে গেলে রেনাল ফেইলিওর হতে পারে।

অতিরিক্ত মাত্রা সেবন :

অতিরিক্ত মাত্রা সেবনে তন্দ্রাচ্ছন্ন, বমি, ঝিমানো, ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, ফ্যাকাশে ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় বিষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে অথবা হাসপাতালে জরুরী বিভাগে ভর্তি করতে হবে।

সংরক্ষণ :

শুষ্ক, ঠাণ্ডা স্থানে, আলো থেকে দূরে, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার করুন।

প্যাকেজিং :

জি-জিংক টেবলেট : ৬ X ১০ টেবলেট প্রতি কার্টনে
জি-জিংক সিরাপ : ১০০ মিলি বোতল প্রতি কার্টনে

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

CERTIFIED ISO 9001 2015 COMPANY

প্রস্তুতকারক :
গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড
মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ